দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 JUL 1986
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

মেয়েদের লেখাপড়া ঃ প্রাসঙ্গিক প্রতিবন্ধকতা

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কিংবা বিদ্যালয়ের কোন ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের হার লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান। কোন কোন বিদ্যালয়ে বা ক্লাসে আবার ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীদের সংখ্যা বেশী। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এক তৃতীয়াংশ ছাত্রীও মাধ্যমিক স্তরে আসতে পারে কিনা সন্দেহ। না আসার পেছনে মেধা নয়—নানা প্রতিবন্ধকতাই দায়ী। অবশ্য এটাও সত্য, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই এক বৃহৎ সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী চিরতরে বিদ্যালয় ত্যাগ করে। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে যত ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসতে পারে সে অনুপাতে মেয়েরা আসতে পারছে না। শহর অঞ্চলের হাতে গোনা গুটি কয়েক বালিকা বিদ্যালয়ের কথা ছেড়ে দিয়ে, বৃহত্তর গ্রামাঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, যে এলাকায় ৮–১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে, তার মধ্যে হয়তো একটি বালিকা বিদ্যালয় কোন ভাবে তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে যে সংখ্যক ছাত্র ভর্তি হয়ে স্কুলে আসার সুযোগ পেয়েছে, মেয়েরা তার এক তৃতীয়াংশও আসতে পারেনি।

মফস্বল এলাকায় প্রায় সমস্ত বালিকা বিদ্যালয়গুলোই যেহেতু উপজেলা সদরে অবস্থিত, কাজেই প্রত্যন্ত এলাকার মেয়েরা এখানে আসার সুযোগ পায় না। আবার এসব বিদ্যালয়গুলোতে কোন ছাত্রীনিবাস না থাকাতে, এ প্রতিবন্ধকতা আরো জটিল হয়ে আছে। গ্রামের স্কুলগুলোতে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে যারা ষষ্ঠ শ্রেণীতে গিয়ে ভর্তি হয়, তারাও বেশীদিন স্কুলে থাকে না। রাস্তার দূরত্ব ও যাতায়াতে দুর্ভোগ লেখাপড়ার ক্ষেত্রে গ্রামের মেয়েদের জন্য একটি বিরাট বাধা। নদী-নালা, ভাঙ্গা সাঁকো পেরিয়ে নৈমিত্তিক যাতায়াত মেয়েদের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব হয় না। তাছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ গ্রামের স্কুলগুলোতে নেই। কাজেই দেখা যায়, নবম শ্রেণীতে উঠেই অনেক ছেলে স্কুল পাল্টায়। কিন্তু মেয়েদের সে সুযোগ আসে না। হয় মানবিক বিভাগকেই ধরে রাখা, নয়তো অষ্টম শ্রেণীতেই লেখাপড়া বন্ধ রাখা কিংবা সামর্থ্য থাকলে জেলা শহরে অবস্থিত স্কুলগুলোতে তীব্র প্রতিযোগিতায় স্থান পাওয়া—বিকল্প হিসেবে এ তিনটি পথই খোলা থাকে।

মেয়েদের লেখাপড়া করার ক্ষেত্রে গ্রাম সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীজাত বাধা ও নিরাপত্তাহীন অন্তরায় হয়ে আছে। গ্রামে প্রচলিত বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে মেয়েরাই বেশী। দাদা-নানীর নাতি বউ দেখার 'শখ' মিটাতে কিংবা পূর্বে কথিত কোন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গিয়ে অধিকাংশ বাল্যবিবাহের যে সব ঘটনা ঘটে, প্রায় একতরফাভাবে মেয়েরাই তার অসহায়ত্বের শিকার হয়। আর্থিক দুরাবস্থার কারণে কোন অভিভাবকের যদি একাধিক সন্তান লেখাপড়া করতে না পারে, তবে সে ক্ষেত্রে দেখা যায়, মেয়েদেরই স্কুলে যাওয়া সর্বাগ্রে বন্ধ রাখা হয়েছে। মেয়েদের লেখাপড়ার কোন প্রয়োজন নেই, টাকা দিয়েই বিয়ে দিতে হবে ইত্যাদি ধারণা ও বিশ্বাস সামাজিক ক্ষেত্রে বদ্ধমূল। সে ক্ষেত্রে 'শিক্ষিতা মা ছাড়া জাতি শিক্ষিত হতে পারে না' ইত্যাদি মনোহর শ্লোগান কোনই কার্যকারিতা আনতে পারে না।

কিন্তু এটাও সত্য যে, বিরাজমান এ অবস্থা কোন সমাজ বা জাতির জন্য নির্ভাবনাময় সংবাদ নয়। সমাজের অর্ধেক অংশকে অন্ধকারে রেখে এবং অন্ধকারে রাখার সব ব্যবস্থা বর্তমান রেখে আত্মনির্ভরশীলতার স্বপ্ন দেখা আকাশ-কুসুম মাত্র। অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই আনতে হবে। তবে প্রাথমিকভাবে কয়েকটি প্রস্তাবনা কার্যকর সাপেক্ষে বিরাজমান অবস্থা পরিবর্তনে সহায়ক হতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস।

(ক) উপজেলায় অবস্থিত বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ছাত্রীনিবাস নির্মাণ ও নিরাপদ পরিবেশে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা;

(খ) গ্রামের রাস্তাগুলো সংস্কার করা এবং স্কুলগুলোতে বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক শিক্ষার পর্যাপ্ত সুবিধা প্রদান করা;

(গ) বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা;

(ঘ) একই অভিভাবকের একাধিক স্কুলগামী সন্তান থাকলে, তাদের মধ্যে একজন ছাড়া অন্য সবাইকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দান এবং মেয়েদের জন্য বিশেষ একটি স্তর পর্যন্ত যে অবৈতনিক লেখাপড়া করার ব্যবস্থার কথা কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে, তা বাস্তবায়িত করা।

মোস্তফা কামাল

001